لبيك اللهم لبيك

হজ্ব ও ওমরাহ
সংক্রান্ত
সংক্ষিপ্ত মাসায়েল

অনুবাদঃ

ড. কাওছার এরশাদ মহাম্মদ

মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

মূলঃ

শায়খ হায়ছাম বিন মুহাম্মদ জামিল সারহান

প্রাক্তন শিক্ষক: মসজিদে নববীস্থ হারাম ইন্সটিটিউট

তত্ত্বাবধায়ক: আত-তাসীল আল-ইলমী ওয়েবসাইট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হজ্বঃ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন। তা এই শর্তসাপেক্ষে ওয়াজিব মুসলিম হওয়া, বিবেকবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সক্ষম হওয়া। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হলো সফরের সময় তার সঙ্গে মাহরাম থকতে হবে। আর হজ্জের রুকন চারটি:

১. ইহরাম বাঁধা: হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার নিয়্যাত করা। কিন্তু তালবীয়াহ পাঠ করা ও কাপড় পরিধান করার নাম ইহরাম নয়।

২.আরাফায় অবস্থান করা: যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে ঈদের দিনের ফজরের আগ পর্যন্ত।

৩. তৃওয়াফুল ইফাদাহ (তৃওয়াফে যিয়ারত): আর তা হবে আরাফায় অবস্থান করার পরে। তা কিন্তু তওয়াফে কুদুম না।

৪. সায়ী করা: সাফা-মারওয়ার। আল্লাহ বলেন- 'নিশ্চয় সফা ও মারওয়া (পর্বত) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত' (সূরা: বাকারা-১৫৮) ।

হজ্বের প্রকারসমূহ:

১. ইফরাদ হজ্জ: শুধুমাত্র হজ্বের নিয়্যাত করবে, এবং এককভাবে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে।

২. কিরান হজ্জ: হজ্জ ও উমরার এক সঙ্গে নিয়্যাত করবে এবং তার ওপর হাদয়ী ফরয।

৩. তামাত্তু হজ্জ: প্রথমে হজ্বের মাসে উমরার নিয়্যাত করবে এবং তা করে ফেলবে এবং হালাল হয়ে যাবে অতঃপর হজ্বের দিনে হজ্বের নিয়্যাত করবে। তার ওপর হাদয়ী ফরয।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ:

এই ওয়াজিব গুলোর যে কোন ১টি পরিত্যাগ করলে তাকে পশু যবেহ করে হজ্জ পূর্ণ করতে হবে। আর তার গোশত নিজে না খেয়ে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে।

১. মিকাত হতে ইহরাম বাধা।

২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।

৩. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

৪. তাশরীকের দিন গুলোতে মিনায় রাত্রী যাপন করা।

৫. জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৬. মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করা।

যে ব্যক্তি মক্কা থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তার বিদায়ী তৃওয়াফ করা। কিন্তু ইহা হায়েয ও নিফাসে আক্রান্ত মহিলার জন্য প্রযোজ্য নয়।

হজ্ব-উমরার মীকাতসমূহ:

১.সময়ের মীকাত: আর তা হলো হজ্জের মাসসমূহ: শাওয়াল, যিল কাআদাহ ও যিল হজ্জ। আর এই সময়ের মীকাতগুলো হজ্জের জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু উমরার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

২.স্থানের মীকাত:

ক. যুল হুলাইফাহ: মদিনাবাসীদের জন্য এবং তার ওপর দিয়ে যারা অতিক্রম করবে।

খ. যুহফাহ: সিরিয়া, মিশর ও মরক্কোবাসীদের জন্য।

গ. কারনুল মানাজিল: নাজদবাসীদের জন্য।

ঘ. ইয়ালামলাম: ইয়ামান বাসীদের জন্য।

ঙ. যাতে ইরাক: ইরাক বাসীদের জন্য।

হজ্বের মুস্তাহাব আমলসমূহ:

১. ইহরামের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।

২. পুরুষদের জন্য ২টি সাদা কাপড় পরা লুঙ্গী ও চাদর।

৩. ইহরামের নিয়্যাত করার পূর্বে নখ কাটা এবং যে সমস্ত জায়গার চুল কাটা আবশ্যক সেগুলো কেটে ফেলা।

৪. ইহরামের দিন হতে জামরায়ে আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করা।

৫. ইফরাদ ও কেরান হজ্ব আদায়কারীগণ মক্কা শরীফে তৃওয়াফ কুদুম করবে (আগমনের তৃওয়াফ)।

৬. ত্বওয়াফ কুদুমের প্রথম দিন তিন চক্করে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলা, এবং তামাত্তু হজ্বকারীর উমরার ত্বওয়াফে। আর রামল বলা হয় দ্রুতভাবে চলাকে।

৭. ত্বওয়াফে কুদুম ও তামাত্তু হজকারীর উমরার ত্বওয়াফে ইযতেবা করা। আর তা হলো তার ডান কাঁধ খুলে রাখবে।

৮. মুযদালিফায় পৌছার পরই মাগরিব ও এশার সালাতকে একত্রিত করে পড়া।

৯. আরাফার রাত্রিতে মিনায় অবস্থান করা।

১০. হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া।

মুযদালিফায় আল-মাশআরুল হারামের নিকট ফজরের সালাতের পর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করা। আর মুযদালিফার সকল স্থানই অবস্থানস্থল।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ নয়টি: মাথা ও শরীরের চুল মুণ্ডন করা, নখ কাটা, পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা স্পর্শ করে ঢাকা, পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিকাব ও হাত মোজা পরা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, যেমন: গন্ধময় সাবান, স্থলের শিকারকৃত প্রাণী হত্যা করা ও শিকার করা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে বিবাহের আঞ্জাম করা, সহবাস করা, বা সহবাস ছাড়া উপভোগ করা। যে ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ কাজসমূহের কোন একটি কাজ ভুলে বা অজ্ঞতাবশত বা নিরূপায় হয়ে করে তাহলে তার ওপর কোন ফিদিয়াহ (জরিমানা) নেই। কিন্তু শিকার হত্যা করা ব্যতীত, তাতে সর্বাবস্থায় ফিদয়াহ (জরিমানা) দিতে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় তাহলে চার প্রকার:

১.যাতে কোন ফিদইয়া নেই: আর তা হলো বিবাহবন্ধন। তা নিজের জন্য হোক বা অপরের জন্য হোক। অনুরূপ সহবাস ছাড়া উপভোগ করা যদি বীর্য বের না হয় তাহলে তাকে কোন কাফফারা দিতে হবে না বরং তাওবাহ করতে হবে।

২. যার ফিদইয়াহ হচ্ছে অনুরূপ দেওয়া: আর তা হচ্ছে স্থলের শিকারকে হত্যা ও শিকার করা। আর যে তাকে হত্যা করবে তাকে সর্বাবস্থায় ফিদইয়া লাগবে। আর তার ফিদইয়া হচ্ছে অনুরূপ প্রাণী দেওয়া।

৩. যার ফিদইয়া হচ্ছে ভারী শক্ত: আর তা হলো সহবাস করা। আর যে ব্যক্তি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস করবে সে তার হজ্জ নষ্ট করবে। আর হজ্জের বাকি কাজ গুলো পূর্ণ করবে এবং আগামীতে পুনরায় হজ্জ করবে এবং দুম্বা প্রদান করবে।

৪. যার ফিদইয়া হচ্ছে কষ্টদায়কের ফিদইয়ার ন্যায়: আর তা হলো অবশিষ্ট নিষিদ্ধ কাজসমূহ। তার ফিদইয়া হলো নিম্নের তিনটি বিষয়ে ইচ্ছাধীন: হয় তিনটি রোযা বা ৬ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো প্রত্যেকে আধা কিলো করে বা ছাগল জবেহ করে মক্কার ফকীরদের।

হজ্জের দিনগুলোর নামসমূহ:

১. পানি পান করানোর দিন। তা হচ্ছে অষ্টমদিন। এ দিনে হাজ্জীগণ মিনাতে পানি বহন করতেন।

২. আরাফায় অবস্থানের দিন। তা হচ্ছে নবম দিন ।

৩. ঈদ ও কুরবানীর দিন। তা হচ্ছে দশম দিন।

৪. (মিনায়) অবস্থানের দিন। তা হচ্ছে একাদশ তম দিন।

৫. (মিনা) হতে প্রথম প্রত্যাবর্তন দিন। তা হচ্ছে দ্বাদশ তম দিন।

৬. (মিনা) হতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের দিন। তা হচ্ছে ত্রয়োদশ তম দিন।

৭. একত্রিত হওয়ার রাত: তা হলো ঈদের রাত। কেননা মানুষেরা আরাফার মাঠে অবস্থানের পর থেকেই সেখানে একত্রিত হয়। আর জাহেলি যুগে মাক্কা বাসীরা আরাফার মাঠে যেত না।

হজ্জে দু'আ করার পাঁচটি স্থান:

১. আরাফার মাঠে। সূর্য পশ্চিমে হেলার পর হতে সূর্যাস্ত হওয়া পর্যন্ত।

২. ফজরের সালাতের পর মুযদালিফায় ফর্সা হওয়া পর্যন্ত।

৩. তাশরীকের দিনগুলোত ছোট ও মধ্যম জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর।

৪. বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করার সময়।

৫.সাফা-মারওয়াহ পাহাড় সা'য়ী করার সময়।

হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি:

শাইখ ইবনে উসাইমীন বলেছেন:

আপনারা যখন মীকাতে পৌঁছবেন তখন গোসল করবেন, আপনাদের শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন অতঃপর আপনারা হজ্জে তামাত্তুর জন্য ইহরাম বাঁধবেন এবং তালবিয়া পাঠ করতে করতে মাক্কার পথে রওনা করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছাবেন তখন উমরার সাতটি ত্বাওয়াফ করবেন।

আপনারা জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় মাসজিদ হারামের সমস্তই ত্বাওয়াফের স্থান। চায় তা 'কাবার নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক। কিন্তু 'কাবার নিকটতম স্থানগুলোতে ত্বাওয়াফ করা উত্তম যখন ভিড়ের কারণে অন্য কেউ আপনাদের দ্বারা কষ্ট পাবে না। সুতরাং যখন ভিড় থাকবে তখন 'কাবা হতে দূরে থাকবে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, তিনি কাজগুলোতে প্রশস্ততা দিয়েছেন।

আপনারা যখন ত্বাওয়াফ শেষ করবেন তখন যতটুকু সম্ভব মাকামে ইবরাহীমের পিছনের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবেন। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে যতই দূরে হোক না কেন মাকামে ইবরাহীমকে আপনার ও 'কাবার মাঝে রেখে দুই রাক'আত সলাত আদায় করবেন।

অতঃপর আপনারা উমরার সা'য়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ে যাবেন এবং সাফা পাহাড় হতে সা'য়ী শুরু করবেন। যখন আপনারা সাত বার পূর্ণ করবেন তখন আপনারা আপনাদের মাথার সমস্ত স্থান হতে চুল ছোট করে নিবেন। কেননা কোন এক পার্শ্ব হতে চুল ছোট করা জায়েয নেই। অনেক মানুষের এ ধরণের কাজে আপনারা ধোঁকায় নিপাতিত হবেন না।

যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে গোসল করবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং আপনারা যে স্থান হতে বের হবেন সেই স্থান হতে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। তারপর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, 'ইশা ও ফজরের সলাত কসর করে আদায় করবেন কিন্তু জ'মা (দুই সলাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করবেন না।

কেননা আপনাদের নাবী (সাঃ) তিনি মিনা ও মাক্কায় কসর করে সলাত আদায় করতেন কিন্তু জ'মা (দুই সালাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করতেন না।

আরাফাতের দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে ও আল্লাহর জন্য নম্র হয়ে আরাফার মাঠে রওনা করবেন। সেখানে যোহর ও আসরকে জ'মা ও তাকদীম (দুই সলাতের পবরর্তী সলাতকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে আদায় করা) দুই রাক'আত করে আদায় করবেন। তারপর আল্লাহর নিকট দু'আ ও অনুনয়-বিনয়ের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এমতাবস্থায় নিজেকে ওযূ অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করুন এবং 'কাবাকে সামনে রাখুন যদিও জাবালে রহমাত আপনাদের পিছনে হয়ে যায়। কেননা শরীয়তের বিধান হল 'কাবাকে সামনে রাখা। আর আরাফার সীমানা ও তার আলামতসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বা সতর্ক থাকা। কেননা অনেক হাজি আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি আরাফার সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে না তার হজ্জই হবে না। রাসূল (সাঃ) এর বাণী: "হজ্জ হলো আরাফায় অবস্থান করা। আর আরাফার পুরো মাঠ তার পূর্ব হতে পশ্চিম ও উত্তর হতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত অবস্থানের সীমানা। তবে বাতনে ওয়াদী (ওয়াদী উরনাহ) ছাড়া"। রাসূল (সাঃ) এর বাণী: "আমি এখানে দাঁড়িয়েছি সুতরাং আরাফার পুরো মাঠই অবস্থানের স্থান"। যখন সূর্যাস্ত হয়ে যাবে এবং আপনারা সূর্যাস্তের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবেন তখন তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। যতটুকু সম্ভব এ ক্ষেত্রে ধীরতা অবলম্বন করবেন। যেমনটি আপনাদের নাবী (সাঃ) আপনাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আরাফার মাঠ ত্যাগ করলেন এমতাবস্থায় তিনি তা উটের লাগাম টেনে ধরলেন এমনকি উটের মাথা তাঁর পা রাখার স্থানে লেগে যাচ্ছিল। আর তিনি ইশারা করে বলছিলেন: হে সাহাবীগণ আসতে আসতে ।

আপনারা যখন মুযদালিফায় পৌঁছে যাবেন তখন সেখানে মাগরিব ও ইশার সলাত আদায় করবেন। অতঃপর সেখানে ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। কেননা নাবী (সাঃ) কাউকে ফজরের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি দেন নাই।

তবে তিনি দুর্বল লোকদের জন্য রাতের শেষাংশে মুযদালিফা ছাড়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর যখন আপনারা ফজরের সলাত আদায় করে নিবেন তখন কিবলামুখী হবেন, তাকবীর পাঠ করবেন, আল্লাহর প্রশংসা করবেন ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন যতক্ষণ না ভালভাবে ফর্সা হয়। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলো নিয়ে জামারাত আকাবায় যাবেন। জামারাত আকাবাহ রয়েছে সর্বশেষ প্রান্তে মাক্কার দিকে। সূর্য উদিত হওয়ার পর কঙ্কর সাতটি নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন নম্র-বিনয় ও মাহাত্ম্য বর্ণনার সাথে ।

জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার মহাত্ম বর্ণনা করা ও তাঁর যিকিরকে প্রতিষ্ঠা করা। কঙ্করটি গর্তে নিক্ষেপিত হওয়া আবশ্যক। এমনকি পিলারে মারাও শর্ত নয়। যখন আপনারা কঙ্কর মারা শেষ করবেন তখন কুরবানীর পশু কুরবানী করবেন। কুরবানীর পশু ব্যতীত অন্য কুরবানী করা জায়েয হবে না। কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলে কোন সমস্যা নেই। অতঃপর আপনারা মাথার চুল মুন্ডন করবেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডন করা আবশ্যক। কিছু অংশ মুন্ডন না করা জায়েয নেই। মহিলারা তাদের চুলের শেষাংশের কিছু অংশ ছোট করবেন। তারপর আপনারা প্রথম হালাল হবেন। এখন আপনারা সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন, নখ কাটবেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারবেন না। অতঃপর যোহরের সলাতের পূর্বেই মাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর হাজ্জের ফরজ ত্বাওয়াফ (ত্বাওয়াফে ইফাযা) করবেন। তারপর মিনায় পুনরায় ফিরে আসবেন। তারপর মাথা মুন্ডন, কঙ্কর নিক্ষেপ ও ত্বাওয়াফ এবং সা'য়ী করার মাধ্যমে আপনারা দ্বিতীয় হালাল হলেন। এখন আপনাদের যে কোন কাজ করা জায়েয। এমনকি স্ত্রীর সাথে মিলনও করতে পারবেন।

জেনে রাখুন, নিশ্চয় একজন হাজি ঈদের দিন চারটি কাজ করবেন (কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুন্ডন ও ত্বাওয়াফ এবং সা'য়ী করবেন)। এটিই হচ্ছে হাজ্জের কাজের পূর্ণ ধারাবাহিকতা। কিন্তু যদি আপনারা একটিকে অপরটির আগে করে ফেলেন তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই।

যেমন কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডন করা। আর আপনারা যদি ত্বাওয়াফ ও সা'য়ীকে বিলম্ব করেন এমনকি মিনা ছাড়ার পর করলেও কোন সমস্যা নেই। আপনারা যদি বিলম্ব করে কুরবানী করেন কিংবা ১৩ তম দিনেও করেন তাতেও কোন সমস্যা নেই। তবে এগুলো প্রয়োজন সাপেক্ষে করা যায়।

১১ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করবেন এবং পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম জামারাহ দিয়ে শুরু করবেন তারপর দ্বিতীয় জামারাহ অতঃপর তৃতীয় জামারাহ। প্রত্যেকটি জামারাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন। সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ঈদের দিন কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে। আর দূর্বল ব্যক্তিদের জন্য রাতের শেষাংশে। কঙ্কর নিক্ষেপের শেষ সময় আর ঈদের পরের দিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এদিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। দিনের বেলায় প্রচুর ভিড় হলে রাত্রে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে।

যে ব্যক্তি ছোট বাচ্চা কিংবা বা অসুস্থার কারণে নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে সক্ষম না সে অন্যকে তার পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব দিতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ হতে ও যে ব্যক্তি তাকে দায়িত্ব দিয়েছে তার পক্ষ হতে একই স্থান থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। তবে সে নিজের জন্য সর্বপ্রথম শুরু করবে। যখন আপনারা ১২ তম দিনে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করবেন তখন আপনাদের হজ্জ শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনারা যদি চান মিনা ত্যাগ করতে পারবেন। আর চাইলে ১৩ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করতে পারেন। আর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এটাই উত্তম। কেননা নাবী (সাঃ) এটি করেছেন। আপনারা যখন মক্কা ছাড়ার ইচ্ছা করবেন তখন বিদায়ী ত্বাওয়াফ করবেন। ঋতুবতী ও নেফাসী মহিলাদের জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা জায়েয নেই। এমনকি মাসজিদের দরজার নিকট আসা ও সেখানে অবস্থান করাও শরীয়ত অনুমতি দেয়নি।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم